চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:২৬.০১.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ঐতিহ্যবাহী বাওয়া স্কুলের মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিব: মেয়র ডা. শাহাদাত

ঐতিহ্যবাহী বাওয়া স্কুলের মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা নিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি হিসেবে প্রথম সভায় অংশ নেন তিনি। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন, "বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা চট্টগ্রামে মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। এই স্কুলে শিক্ষাদানের সুযোগ পাওয়া শিক্ষকদের জন্য যেমন গর্বের, তেমনি এখানে সন্তানদের পড়ানোর সুযোগ পাওয়াও অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। ঐতিহ্যবাহী বাওয়া স্কুলের মানোন্নয়নে পদক্ষেপ নিব। "তিনি বলেন, "চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এই স্কুলটির একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এটির ঐতিহ্য, গৌরব এবং শিক্ষার মান অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা কাজ করব। পাশাপাশি, শিক্ষার্থীদের জন্য আরও উন্নত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ পরিবেশ, মানসম্মত শিক্ষা এবং উন্নত জীবনধারার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা নিশ্চিত করা হবে।"

ডা. শাহাদাত হোসেন স্কুলের সামনের রাস্তায় যানজট এবং অপ্রতুল পরিকল্পনার বিষয়ে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "স্কুলের সামনের রাস্তায় যানজট ও বিশৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি এ বিষয়গুলো সমাধানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এটি কেবল একটি স্কুলের সমস্যা নয়, চট্টগ্রাম নগরের বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনেই একই সমস্যা বিদ্যমান। এই বিষয়গুলো সমাধানের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে স্কুলগুলোর সামনের রাস্তা, ফুটপাত এবং যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য কাজ করছি।"চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা সমস্যার ওপর আলোকপাত করে মেয়র বলেন, "জলাবদ্ধতা চট্টগ্রাম নগরের অন্যতম বড় সমস্যা। এই সমস্যা দীর্ঘদিনের অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রামের ৭১টি খালের মধ্যে বর্তমানে ৫৭টির অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৬টি খালে কাজ চলছে। বাকি ২১টি খালের উন্নয়নে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যা নগরের বাসিন্দাদের জন্য বড় অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর আমি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছি। চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতামুক্ত করতে হলে এই খালগুলোও খনন করতে হবে।"তিনি আরও বলেন, " জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পে অসংগঠিত পরিকল্পনার কারণে অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন প্রায় ১৪০০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে বাজেট। কিন্তু তাতেও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত হয়নি। জলাবদ্ধতা নিরসনে আরও সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা দরকার। পরিকল্পনাবিদদের সঙ্গে আলোচনা এবং বাস্তবায়নকারীদের দায়িত্বশীল ভূমিকা নিশ্চিত করাই এই সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে।"মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "চট্টগ্রামকে পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং বাসযোগ্য নগরে পরিণত করার জন্য সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। আমি ইতোমধ্যে ৪০ হাজারের বেশি ডাস্টবিন বিতরণ করেছি এবং আরও পরিকল্পনা আছে প্রতিটি স্কুল ও দোকানের সামনে এগুলো স্থাপন করার। এছাড়া, জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ পলিথিন এবং প্লাস্টিক বর্জ্য। এগুলো অপসারণের জন্য আমরা সচেতনতামূলক কার্যক্রম শুরু করেছি।"তিনি শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের গুরুত্ব নিয়ে বলেন, "মানসিক স্বাস্থ্য আজকের দিনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্কুলে একজন সাইকোলজিস্ট থাকা প্রয়োজন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী তাদের পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যার কারণে সঠিকভাবে পড়াশোনা করতে পারে না। সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে তাদের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। প্রতিটি স্কুলে সাইকোলজিস্ট নিয়োগ প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান বাড়াতে সহায়তা করবে।"

শিক্ষার্থীদের পুষ্টির বিষয়ে মেয়র বলেন, "সকালের নাস্তা শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলে যাওয়ার আগে এক গ-াস দুধ, একটি ডিম এবং একটি কলা খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। এটি তাদেও পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি এবং ভালো ফলাফল অর্জনে সহায়তা করবে।"মেয়র তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "আমি মেয়র হিসেবে নই, বরং একজন সেবক হিসেবে কাজ করতে চাই। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগর গড়ে তোলা আমাদের সবার দায়িত্ব। আমি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে চট্টগ্রামের উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। তবে এগুলো সফল করতে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।"শেষে তিনি বলেন, "আজকে আমি মেয়র হিসেবে আছি, কাল থাকব না। কিন্তু আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই নগরের দায়িত্ব নিবে। তাদের জন্য একটি সুন্দর নগর উপহার দেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমি আশাবাদী, চট্টগ্রামকে আমরা একটি পরিচ্ছন্ন, সবুজ এবং উন্নত নগরীতে রূপান্তরিত করতে পারব।"অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আরিফ উল হাসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্কুলের অভিভাবক প্রতিনিধি মো. ইউসুফ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক প্রতিনিধি হোসনে আরা বেগম, সহকারী প্রধান শিক্ষক খাদিজা বেগম, রাজিয়া বেগমসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ।

চসিকের পরিচ্ছন্ন বিভাগে যুক্ত হল দুটি ব্যাকহোলোডার গাড়ি

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) শহরের পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে নতুন করে দুটি আধুনিক ব্যাকহোলোডার গাড়ি সংযোজন করেছে। এই উদ্যোগের ফলে শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যাকহোলোডার গাড়িগুলোর উদ্বোধন করা হয়। চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, "চট্টগ্রামকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে আমরা প্রতিনিয়ত আধুনিক প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম যুক্ত করছি। এই ব্যাকহোলোডার গাড়িগুলো আমাদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজ সহজ করার পাশাপাশি কার্যক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে। নতুন এই ব্যাকহোলোডার গাড়িগুলো বিশেষভাবে খাল-নালার বর্জ্য সংগ্রহ ও স্থানান্তরের কাজে ব্যবহৃত হবে। গাড়িগুলোতে আধুনিক হাইড্রোলিক প্রযুক্তি সংযুক্ত থাকায় কম সময় ও শ্রমে বেশি পরিমাণ বর্জ্য অপসারণ করা সম্ভব। প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ বর্জ্য অপসারণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এই নতুন গাড়িগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই নতুন সংযোজনের মাধ্যমে সেই কাজ আরও দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী নাসির উদ্দিন রিফাত, সহকারী প্রকৌশলী আনু মিয়াসহ চসিকের কর্মকর্তাবৃন্দ।

চসিককে ৩হাজার কম্বল দিল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি

সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শীতার্ত মানুষের সহায়তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে ৩ হাজার পিস কম্বল উপহার দিয়েছে। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সহযোগিতার অংশ হিসেবে উক্ত কম্বলগুলি বিতরণের জন্য প্রদান করা হয়।
রোববার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন এর নিকট কম্বলগুলো হস্তান্তর করেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসির চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান শুভ্র চক্রবর্তী। এসময় উপস্থিত ছিলেন, খাতুনগঞ্জ শাখা প্রধান সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, বহদ্দারহাট শাখা প্রধান মোহাম্মদ শহিদ উল্যাহ এবং বাকলিয়া শাখা প্রধান রাজীব আহসান, এম এ হামিদ দিদার, বদিউল আলম।
এসময় চসিক মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন বলেন, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক পিএলসি'র এই মানবিক উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শীতার্ত গরিব ও অসহায় মানুষের জন্য এই কম্বলগুলো গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসেবে কাজ করবে। এ ধরনের উদ্যোগ সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচায়ক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অনুকরণীয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সবসময় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করে এবং এই ধরনের সহায়তা সেই লক্ষ্য পূরণে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৪-এর জেলা পর্যায়ের খেলা শুরু

চট্টগ্রাম: শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধন এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের "প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালক) ২০২৪" এবং "প্রাথমিক বিদ্যালয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (বালিকা) ২০২৪" শুরু হয়েছে। এ খেলা ২৬ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত চট্টগ্রামের এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
রোববার সকালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার। উদ্বোধন করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মো: মাসুদ রানা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব ফরিদা খানম। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শিক্ষা ও আইসিটি মো. শরীফ উদ্দিন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এস এম আবদুর রহমানসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ৩০ জানুয়ারি সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ড. মোঃ জিয়াউদ্দীন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে এ টুর্নামেন্টে জেলার ২১টি উপজেলা ও থানার বালক ও বালিকার মোট ৪২টি দল অংশগ্রহণ করছে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮